ছিল না।[২৯]

প্রঃ ১৫। (ক) দেকার্তে দ্রব্য বলতে কি বুঝিয়েছেন?

(What is substance according to Descartes?)

(খ) তাঁর মতে দ্রব্যের বিভাজন সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(Discuss the classification of substance according to him.)

(গ) দেকার্তের দ্রব্য তত্ত্বের সমালোচনা কর।

(Make a critical estimate of the theory of substance propounded by Descartes.)

(ঘ) তুমি কি মনে কর দেকার্তের দ্রব্য-বিভাজন সংগতিপূর্ণ?

Scanned with CamScanner

(Do you consider the classification of substance as done by Descartes consistent?)

উত্তর ঃ (ক) দেকার্তে *The Principles of Philosophy* গ্রন্থে দ্রব্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন—দ্রব্য হল তাই যার আপন অস্তিত্বের জন্য অন্য কিছুর উপর নির্ভর করতে হয় না।[৩০] এই সংজ্ঞা অনুযায়ী একমাত্র স্বয়ংসৃষ্ট, স্বয়ম্ভর, সর্বজ্ঞ, সর্বত্র বিরাজমান, সর্বশক্তিমান একমাত্র ঈশ্বরকেই দ্রব্য বলে অভিহিত করা যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে স্বাধীন অস্তিত্বসম্পন্ন আরও দুটি দ্রব্যের উপস্থিতি দেকার্তে অনুভব করেন। দ্রব্য দুটি—মন (mind) এবং বস্তু (matter)। তিনি 'Meditations' গ্রন্থে দ্রব্যের পরিবর্তিত সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন। তখন তিনি বলেন—প্রত্যক্ষ অনুভবলব্ধ বিষয়ের আধার (substratum) হল দ্রব্য।

(খ) দেকার্তের মূল সংজ্ঞা অনুযায়ী দ্রব্যের কোন বিভাজন থাকার কথা নয়। কারণ স্বসৃষ্ট, স্বাধীন, অসীম, সর্বজ্ঞ, অর্থাৎ সর্বগুণান্বিত দ্রব্য একটিই হতে পারে—তা হল ঈশ্বর। সুতরাং মৌলিক দ্রব্য একটিই। কিন্তু পরবর্তীকালে দেকার্তে গুণ (attributes) এবং পর্যায় (modes) বিবেচনা করে আরও দুটি দ্রব্যের নাম—মন এবং বস্তু—দ্রব্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন। একমাত্র ঈশ্বর নির্ভরতা ব্যতীত দ্রব্যের মূল লক্ষণ 'আত্ম-নির্ভরতা' মন ও বস্তুতে তিনি লক্ষ্য করেন। মন ও বস্তু পরস্পর নিরপেক্ষ। দেকার্তে বহির্বিশ্বে যে দুটি স্বাধীন দ্রব্য অবলোকন করেন, তার একদিকে আত্মনির্ভর, অন্যদিকে পৃথক গুণ এবং পর্যায় সমন্বিত। যেমন, মনের গুণ চিন্তা (Res Cogitaus—Thinking things) এবং অনুভূতি (feeling), ইচ্ছা (desire), মনন (volition), প্রতিমূর্তি (representation), বিচার-বিবেচনা (judgment), প্রভৃতি মনের পর্যায় বা বিকার। একইভাবে বস্তুর গুণ বিস্তৃতি (Res extensa—Extended things), অবস্থান (position), আকার (figure), গতি (motion), প্রভৃতি বস্তুর বিকার বা পর্যায়। অচেতন মন বা বিস্তৃতিহীন বস্তুর কোন অস্তিত্ব নেই।[৩১] দ্রব্যের মূখ্য বৈশিষ্ট্য (fundamental property) গুণ এবং গৌণ বৈশিষ্ট্য (secondary property) বিকার বা পর্যায়। ঈশ্বর-সৃষ্ট দ্রব্য—মন এবং বস্তুর গুণ এবং বিকার আছে। কিন্তু মৌলিক দ্রব্য ঈশ্বরের শুধু গুণ আছে, কোন পর্যায় বা বিকার নেই। দ্রব্য এবং গুণ পর্যায় বা বিকার ছাড়া সম্ভব। কিন্তু পর্যায় বা বিকার গুণ ছাড়া সম্ভব নয়। বলা যায় গুণ দ্রব্য-নির্ভর এবং পর্যায় গুণ-নির্ভর।

---

৩০. Substance is, "an existent thing which requires nothing but itself in order to exist."—W. K. Wright.

৩১. "Body is never without extension, and mind never without thought—mens semper cogitat."—Falckenberg.

Scanned with CamScanner

সুতরাং, দেকার্তের মতে অনাপেক্ষিক (absolute) দ্রব্য একটি—তা হল ঈশ্বর এবং আপেক্ষিক (relative) দ্রব্য দুটি—তা হল মন (বা আত্মা) এবং বস্তু। ঈশ্বর দ্রব্যটির কোন বিভাজন নেই। কিন্তু মন বা আত্মা দ্রব্যটি অসংখ্য।[৩২] ব্যক্তি আত্মা ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়। স্বনির্ভরতার বিচারে ব্যক্তি আত্মাও দ্রব্য। একনজরে বোঝার জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্য-বিভাজন তালিকা দেওয়া হল ঃ

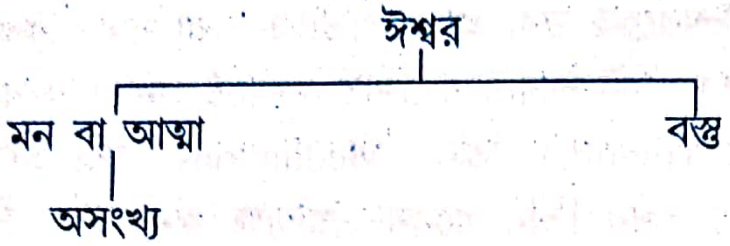

(গ) দেকার্তের দ্রব্য বিভাজনের বিরুদ্ধে সমালোচকগণ নিম্নলিখিত সমালোচনা উত্থাপন করেন ঃ

প্রথমত, দ্রব্যের মূল সংজ্ঞায় দেকার্তে দ্রব্যের লক্ষণ হিসেবে স্বনির্ভরতার কথা বলেছেন। সেইদিক বিচারে স্বসৃষ্ট এবং স্বনির্ভর ঈশ্বরই একমাত্র দ্রব্য হওয়া উচিত। কিন্তু দেকার্তে আত্মা (বা মন) এবং দ্রব্যকে আপেক্ষিক (relative) দ্রব্য হিসেবে গ্রহণ করেন। দ্রব্যের এই আপেক্ষিকতা স্বীকার করার ফলে দেকার্তে তাঁর মূল নীতি হতে সরে এসেছেন।

দ্বিতীয়ত, দেকার্তে প্রত্যক্ষ অনুভবলব্ধ বিষয়ের আধার হিসেবে মন এবং বস্তুকে দ্রব্য বলে স্বীকার করেন। কিন্তু মন ও বস্তু পুরোপুরি স্বনির্ভর নয়। মন ও বস্তু ঈশ্বর-সৃষ্ট এবং ঈশ্বর-নির্ভর। কিন্তু দ্রব্য হওয়া উচিত ধ্রুব (constant)। তার বিকার বা পর্যায় (modes) অবাঞ্ছিত।

তৃতীয়ত, ঈশ্বরকে যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকারক ও নিয়ন্তা বলে বিবেচনা করা হয়, তাহলে বহির্বিশ্বের নিয়ন্ত্রক নিয়মগুলির (laws) ব্যাখ্যা ঈশ্বর-জ্ঞানে পাওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে তা পাওয়া যায় না। এই নিয়মগুলির জন্য প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এবং গবেষণা।[৩৩]

চতুর্থত, দেকার্তের মতে জড় বস্তুর বিভিন্ন রকমগুলো দ্রব্য নয় কারণ বিভিন্ন জড় বস্তুর আশ্রয় (substratum) মূল জড় দ্রব্য। অর্থাৎ যেহেতু বিশেষ (particular) জড়

---

৩২. "God has created matter and finite spirits in accordance with this purposes."
—W. K. Wright.

৩৩. "The physical world is governed by observable and describable mechanical laws. These cannot be deducted from what knowledge we have of God, but must be ascertained through scientific investigations."
—W. K. Wright.

Scanned with CamScanner

বস্তুগুলোর অস্তিত্ব মূল জড়-দ্রব্য নির্ভর, সেই হেতু বিশেষ জড় বস্তুগুলো দ্রব্য নয়। কিন্তু দেকার্তে আত্মার ক্ষেত্রে ভিন্ন নীতি গ্রহণ করেছেন। তিনি ব্যক্তি আত্মাকে দ্রব্য বলে বিবেচনা করেছেন। ব্যক্তি বস্তু এবং ব্যক্তি আত্মার ক্ষেত্রে এই দু'মুখো নীতি, সমালোচকগণ মনে করেন, অযৌক্তিক।

পঞ্চমত, বিশেষ বস্তুগুলোর মধ্যে এবং বিশেষ বস্তুগুলোর সঙ্গে মূল বস্তুর (দ্রব্য) সম্বন্ধের বিষয়ে; এবং বিশেষ আত্মাগুলোর মধ্যে এবং বিশেষ আত্মাগুলোর সঙ্গে মূল আত্মা (দ্রব্য) বা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ে দেকার্তে নীরব থেকেছেন। বিষয়টি সম্বন্ধে দেকার্তের নীরবতা তাঁর দ্রব্য-তত্ত্বকে অসম্পূর্ণ রেখেছে বলে অনেকে মনে করেন।

ষষ্ঠত, ঈশ্বর অনাপেক্ষিক (absolute) দ্রব্য। তিনি মন ও দ্রব্য সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের অস্তিত্বকে বহাল রাখেন ও নিয়ন্ত্রণ করেন। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে সর্বনিয়ন্ত্রক ঈশ্বরের পাশে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা (freedom of will) এবং নৈতিক দায়িত্ব (moral responsibility) অর্থহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ইচ্ছার স্বাধীনতা এবং নৈতিক দায়িত্বকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।[৩৪] এই সমস্যার যথার্থ কোন ব্যাখ্যা দেকার্তের দ্রব্যতত্ত্বে পাওয়া যায় না।

(ঘ) দেকার্তের দ্রব্যতত্ত্বকে আপাতদৃষ্টিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলা যায় না। কারণ দ্রব্যের মূল সংজ্ঞা অনুযায়ী স্বসৃষ্ট বা স্বনির্ভর ঈশ্বরই একমাত্র দ্রব্য হওয়া উচিত। কিন্তু দেকার্তে গৌণ দ্রব্য হিসেবে মন এবং বস্তুকে স্বীকার করে দ্বৈতবাদের সৃষ্টি করেছেন। এই দ্রব্য দুটির অনুমোদনের মূল কারণ হল ঈশ্বর-সৃষ্ট বিশ্বে বস্তুগত এবং অবস্তুগত পদার্থের অবস্থানের জন্য আশ্রয় প্রয়োজন। সংক্ষেপে বলতে হয় পার্থিব জগতের ব্যাখ্যার জন্য দ্রব্য হিসেবে দেকার্তে মন এবং বস্তুকে গ্রহণ করেছেন। ফলে দ্রব্যের প্রথম এবং প্রধান লক্ষণটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দার্শনিক স্পিনোজা দ্রব্য হিসেবে একমাত্র ঈশ্বরকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং সর্বেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। অনেক দার্শনিক দেকার্তের দ্বৈতবাদ স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদকে (pantheism) সমর্থন করেন।

দেকার্তের দ্রব্যতত্ত্ব পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক এ কথা বলা যায় না। দেকার্তে মনে করেন ঈশ্বর-সৃষ্ট পদার্থের জন্য পৃথক ব্যাখ্যা প্রয়োজন ("Created things require a different explanation."—Falckenberg)। বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা মন এবং বস্তুর পৃথক এবং স্বাধীন অবস্থানকে অস্বীকার করতে পারি না। দেকার্তে যেমন ছিলেন বুদ্ধিবাদী (rationalist), তেমনি ছিলেন বাস্তববাদী (realist)। দেকার্তের দর্শনকে বলা যায় আদর্শবাদ (idealism) এবং বাস্তববাদের (realism)-এর মধ্যবর্তী পথ। তাঁর দ্রব্যতত্ত্বে এই মধ্যবর্তী পথের প্রতিফলন দেখা যায়। সুতরাং দেকার্তের তত্ত্বে কিছু ত্রুটি-

৩৪. "We do not know how to reconcile divine, omnipotence and human freedom but both are in some way certainly true."—W. K. Wright.

Scanned with CamScanner

বিচ্যুতি লক্ষ করা গেলেও, তাঁর তত্ত্বগুলো হল প্রাজ্ঞ এবং নিশ্চিত সরলতার প্রতীক। দেকার্তের দ্রব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে দর্শন ঐতিহাসিক ফালকেনবার্গ যথার্থই বলেছেন, "দেকার্তের এই বস্তুগত এবং অবস্তুগত দ্বৈতবাদ এমন একটি বিষয় যা শেষ সত্য না হলেও বৈধ; অধিজ্ঞানের পিরামিডে তাঁর দ্বৈতবাদ উচ্চতম স্থানাধিকারী না হলেও উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত।"[৩৫]

Scanned with CamScanner